প্রথম আলো

08 JAN 2015
০৬ ০২

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত চালুতে ১২ সমস্যা

মোশতাক আহমেদ ●

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পর্যায়ক্রমে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা চালুর কার্যক্রম ১২ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে প্রশিক্ষিত শিক্ষক, পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষসহ অবকাঠামোর অভাবও। পরীক্ষামূলকভাবে ছয় শতাধিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই কার্যক্রম চালুর পর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এসব সমস্যা চিহ্নিত করেছে।

অধিদপ্তরের কয়েকজন কর্মকর্তা বলেছেন, এসব সমস্যার সমাধান না করে এই কার্যক্রম সম্প্রসারণ করলে তাতে ভালোর চেয়ে খারাপই বেশি হবে। অধিদপ্তর সমস্যাগুলো প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কেও জানিয়েছে। এ অবস্থাতেই চলতি বছর আরও কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিম্নমাধ্যমিক স্তর (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি) চালুর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০-এর আলোকে প্রাথমিক শিক্ষাকে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত করার লক্ষ্যে ২০১৩ সালে পরীক্ষামূলকভাবে প্রতিটি উপজেলায় ও থানায় একটি করে মোট ৫১৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণি চালু করা হয়। গত বছর এসব বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণিও চালু করা হয়। এ পর্যন্ত এই বিদ্যালয়গুলোতে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থী ১৮ হাজার ৯৩৩ জন। ১ জানুয়ারি নতুন শিক্ষাবর্ষে এসব বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণি চালু করা হয়েছে। গত বছর ১৭৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণি চালু করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্য

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের দায়িত্বশীল দুজন কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, ওই সব বিদ্যালয়ে নিম্নমাধ্যমিক স্তর ভালোভাবে চলছে না। বিদ্যালয়গুলোতে উপযোগী শ্রেণিকক্ষ নেই, ছাত্রীদের জন্য আলাদা কমনরুম নেই। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের বসার আসবাব নেই। বিদ্যালয়গুলোতে নিম্নমাধ্যমিক স্তরে পড়ানোর জন্য বিএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষকের পদও নেই। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠদানের জন্য বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া যায়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সেই সুযোগ নেই। নিম্নমাধ্যমিক স্তরে পড়ানোর জন্য প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়নি।

এসব বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণি চালু হলে ওই শ্রেণির শিক্ষার্থীরা জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষা দেবে। অথচ অষ্টম শ্রেণি চালু হলেও এসব বিদ্যালয়ের বোর্ডের স্বীকৃতি নেই। এ জন্য অধিদপ্তর অষ্টম শ্রেণি চালু হতে যাওয়া বিদ্যালয়গুলোকে বোর্ডের স্বীকৃতি বা অধিভুক্তি করতে বলেছে।

অধিদপ্তরের কয়েকজন কর্মকর্তা জানান, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া প্রাথমিক (প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি) স্তরের শিক্ষার্থীরা উপবৃত্তি পায়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরাও উপবৃত্তি পায়। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চালু হওয়া নিম্নমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা এ দুই স্তরের মাঝখানে পড়ে উপবৃত্তি পাচ্ছে না। এতে অনেক শিক্ষার্থী অন্য বিদ্যালয়ে চলে যাচ্ছে। তাই অধিদপ্তর নিম্নমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তির ব্যবস্থা করতে বলেছে।

নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলার মামুদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. এমদাদুল হক খান বলেন, শ্রেণিকক্ষ, শিক্ষকের অভাবসহ নানা সমস্যায় তাঁর বিদ্যালয়ে নিম্নমাধ্যমিক স্তরে পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। এ বছর অষ্টম শ্রেণি চালু হওয়ায় সমস্যা আরও বাড়বে। শ্রেণিকক্ষের সমস্যা সমাধানে বিদ্যালয়ে একটি টিনের ঘর করে দিতে এলাকাবাসীকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা জানান, সপ্তম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ২২ জন ছাত্রছাত্রীকে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। নতুন চালু করা প্রতি শ্রেণির জন্য দুজন করে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার কথা থাকলেও এ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে মাত্র দুজন। অথচ নতুন শ্রেণি হয়েছে তিনটি।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী আখতার হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, এসব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে।

{প্রতিবেদন তৈরিতে তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন শেখ কামাল, কেন্দুয়া (নেত্রকোনা) প্রতিনিধি}